পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১৪ | সংখ্যা: ১৩৪

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

এপ্রিল ২০২৪

সংস্থার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের 'আরএমটিপি' প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডা এর যৌথ অর্থায়নে এবং 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো 'ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা'।

গত ৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সংস্থার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এবিএম সিদ্দীক গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরএমটিপি' প্রকল্পের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: শফিকুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মো: আনোয়ারুল ইসলাম, প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রেসিডেন্ট মহোদয় প্রথমে প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কোটালীপাড়া উপজেলায় নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নছীব এগ্রো এন্ড ফিশারিজের স্বত্বাধিকারী মো: মোজাহিদুল ইসলাম আবিরের 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজ পরিদর্শন করেন। তিনি 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজ এর মাছ সংগ্রহ, রিসিভিং, প্রসেসিং, কাটিং, গাটিং, ওয়াশিং, ওয়েগিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ এর বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং প্রশংসা করেন। তিনি এধরনের এন্টারপ্রাইজকে কীভাবে আরো নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি প্রকল্পের উপকারভোগী ফরমান আলীর বাড়ির আঙিনায় নিবিড় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন। তিনি প্রকল্পের আওতায় সংযোগকৃত সততা ফিড মিল এবং কালো সৈনিক পোকা উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয় সরেজমিন পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'এমআরএ' এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের রংপুরে 'প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট' পরিদর্শন

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্ গত ২১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ রংপুরে পদক্ষেপ এর উদ্যোক্তাদের জন্য তৈরীকৃত 'প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট' পরিদর্শন করেন। তিনি এ ধরনের নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ এর ভুয়সী প্রশংসা করেন। মার্কেটটি গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার কেরানী পাড়া রোডে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু চত্বরে পদক্ষেপ এর 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' উপপ্রকল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য উক্ত 'প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছিল। এসময় 'এমআরএ' এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মাজেদুল হক, রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: ফখরুল আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন।

'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' প্রকল্পের জামালপুর পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় 'গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক' ৩ দিনব্যাপী পথনাটক অনুষ্ঠিত

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২ (ইউপিএইচসিএসডিপি-২)' এর গত ২০ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জামালপুর পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় 'গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক' ৩ দিনব্যাপী পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুর পৌরসভা প্রাঙ্গণে উক্ত পথনাটক এর উদ্বোধন করেন জামালপুর পৌরসভার মেয়র মোঃ ছানোয়ার হোসেন ছানু। মেয়র বলেন, প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এ ধরনের পথনাটক এর আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত পথনাটকের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নগর মাতৃসদনের সকল সেবা এবং চিকিৎসাসেবা ও নিরাপদ ডেলিভারির আহবান জানানো হয়। জামালপুর পৌরসভা এলাকায় ৩ দিনব্যাপী ৩০টি স্থানে উক্ত পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ তার সামাজিক সেবা কর্মসূচির আওতায় বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র জনগণের কল্যাণে বিনামূল্যে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। যুবদের টেকসই আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২০-২১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় "স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি ৪ ব্যাচে ১০০ জন যুবক ও যুবতীদের মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, যুবদের পড়ালেখার পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহিত করা এবং পরিবারের বোঝা না হয়ে পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা। পড়ালেখা শেষ করে বেকার না থেকে নিজেই উদ্যোক্তা হওয়া। "পিকেএসএফ" এর অর্থায়নে এবং পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নের বালিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। যুবদের মানব-কল্যাণে ও দেশ উন্নয়নে 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' প্রশিক্ষণটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আঃ রহমান, সাবেক ইউপি সদস্য মনির হোসেন ও দাসেরবাজার ব্রাঞ্চের সমন্বয়কারী শ্রীনন্দন বর্মন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

'পদক্ষেপ' এর 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' উদ্যোগে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

'পদক্ষেপ' 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপস্থিতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি মাসে বিনামূল্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্পের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য প্রতিটি জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এপ্রিল মাসে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ও দাসেরবাজার ইউনিয়নে ২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে মোট ২৫০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ফ্রি ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এতে সহযোগিতা করেন 'পদক্ষেপ' এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ। এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এলাকার মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে 'পদক্ষেপ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে সবজির বীজ বিতরণঃ পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ" প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি বাগান স্থাপনের জন্য এবং সেই বাগান থেকে যেন সারাবছর শাকসবজির চাষ চলমান রাখা যায় তার জন্য প্রতি মৌসুমেই প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের মাঝে মৌসুমভিত্তিক বীজ বিতরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় খরিপ-১ মৌসুমের সাত ধরনের বীজ (ঝিঙ্গা, চালকুমড়া, বরবটি, ডাটাশাক, কলমিশাক, লালশাক এবং পুইশাক) কর্মএলাকার ১৪টি ইউনিয়নের ১৪০০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইনঃ রক্তের গ্রুপ জানা থাকা একজন মানুষের খুব প্রয়োজন। আকস্মিক বিপদে যেমন একই গ্রুপের মানুষকে রক্ত দিতে হতে পারে, তেমনই মা-বাবার পজিটিভ ও নেগেটিভ গ্রুপের কারণে সন্তানের জীবনও হতে পারে সংকটাপন্ন। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু গ্রুপের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু রোগের ঝুঁকিও থাকে বেশি। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রকল্পের পুষ্টি কম্পনেন্টের আওতায় প্রকল্পের সদস্যদের বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের প্রসবকালীন সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্মএলাকায় বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা জরুরি। তাই এপ্রিল ২০২৪ মাসে প্রকল্পের কর্মএলাকার ২টি কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে পুষ্টি বিষয়ে কারিগরি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে দিনব্যাপী নিকলী এবং অষ্টগ্রামে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় বিষয়ক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। এর ফলে প্রকল্পভুক্ত খানার গর্ভবতী নারী, প্রসূতি নারী, কিশোর, কিশোরী এবং তাদের পরিবারে রক্তদানে আগ্রহী সদস্যদের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়া প্রকল্প খানা এবং প্রকল্প বহির্ভূত খানার রক্তদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি রক্তের গ্রুপ জানার গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে এবং রক্তদানে উৎসাহিত করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন ঃ পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলার মাঠ পর্যায়ে পিভিসি, কিশোর কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং উপজেলা পর্যায়ে সরকারী প্রশাসনের সাথে সমন্বিতভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। ৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে 'স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে, কাজ করি একসাথে' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসময়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন এবং পদক্ষেপ এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে দিবসটি পালন করেন।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণঃ

প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিকলী উপজেলার ৬ জন সদস্যকে ৬টি গরু প্রদান করা হয়। এছাড়া মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৮ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ১৮টি ছাগল ও ১০টি ভেড়া প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উক্ত উপজেলার কারপাশা ও ছাতিরচর ইউনিয়নে হাঁস পালন বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ০৫ জন সদস্যকে মোট ১০০টি ডিম পাড়া হাঁস ও হাঁসের ঘর প্রদান করা হয়।

এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় অষ্টগ্রাম উপজেলায় 'ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ৯ জন অগ্রসরমান সদস্যদের মাঝে জাল তৈরির জন্য সুতা, সুই, বাঁশ, ফ্রেম, জালের রশি, ছুরি/চাকু ইত্যাদি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মিঠামইন উপজেলার গোপদিঘী, ঘাগড়া ও কেওয়ারজোড় ইউনিয়নেও ৮ জন নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝেও 'ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন' এর বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়।

অপরদিকে অষ্টগ্রাম উপজেলার পূর্ব অষ্টগ্রাম ইউনিয়নে ১ টি বিশেষায়িত নার্সারি এবং ১ টি উচ্চমূল্যের ফল বাগান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বিশেষায়িত নার্সারি বাস্তবায়নে সদস্যদেরকে চারা তৈরির ট্রে, ছাউনির জন্য পলিথিন, ওয়াটারিং ক্যান, স্প্রেয়ার, বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং চারা বিক্রয়ের জন্য ভ্যানগাড়ি প্রদান করা হয়। সেইসাথে উচ্চমূল্যের ফল বাগান বাস্তবায়নে গাছের চারা, বাঁশ, সার, কীটনাশকের পাশাপাশি নগদ অর্থও প্রদান করা হয়।

বিশেষায়িত চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিতঃ প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপ-প্রকল্প ইউনিটে প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের মাঝে ১টি বিশেষায়িত চক্ষু স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৮ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এরমধ্যে চোখের ছানি শনাক্ত, কোমা, ক্যারাটাইটিস ও রেটিনা, চোখের নালি বন্ধ, কর্নিয়ার আলসার, রাতকানা রোগ, চোখ উঠা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এছাড়া চিকিৎসার জন্য পদক্ষেপ এর উদ্যোগে রেফারেল সেবা প্রদান করা হয়। চক্ষু ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে শনাক্তকৃত সর্বমোট ১০ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করানো হয় এবং বর্তমানে তারা সকলেই সুস্থ আছেন। চক্ষুক্যাম্পে রোগীদের অপারেশন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন কিশোরগঞ্জ জেলার 'দীন চক্ষু হাসপাতাল' এর চিকিৎসকবৃন্দ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের কর্মীবৃন্দ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

ইউনিয়ন পরিষদের সেবাদানকারীদের সাথে ইস্যুভিত্তিক অ্যাডভোকেসি সভাঃ পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সেবার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলার ও ইউনিয়ন পযায়ে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-মহিলা বিষয়ক, সমাজসেবা, যুব উন্নয়ন এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সদসদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় অতি দারিদ্র্য ও ইন্টারভেনশনাল গ্রুপের সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা; স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে ও কমিটির সুপারিশ, সিদ্ধান্ত, পর্যবেক্ষণে অতিদরিদ্র ইন্টারভেনশনাল গ্রুপের সদস্যবৃন্দকে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুযোগ ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান আরও উন্নত করা। সভায় অতিদরিদ্র পরিবারকে সরকারি সকল সেবার আওতায় এনে সুযোগ তৈরি করে দেয়া এবং তাদের জন্য আলাদা নজর রাখার ব্যবস্থা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ডাক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, ইউপি সদস্য, পিভিসির সদস্য ও প্রকল্প কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভাঃ প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম উপজেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। এতে অটিজম দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, প্রতিবন্ধী ভাতা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, যুব উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের জীবনযাপন উন্নয়নের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশের কথা জানায়। বর্তমানে কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী সদস্যরা আইজিএ বাস্তবায়ন করে ভালো আছেন। সমাজে তাদের সম্মান ও গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ছে। সভায় পিভিসির সদস্যসহ পদক্ষেপ এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালনঃ প্রকল্পের আওতায় উপাকারভোগীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও এপ্রিল মাসে তিন উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হয়। এতে মা ও শিশু, গর্ভবতী নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পিভিসির সদস্য, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর/কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত থেকে সচেতনতামূলক উক্ত পুষ্টি সপ্তাহ পালন করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মাঠ দিবসঃ গত ২৪ এপ্রিল নিকলী উপজেলার কারপাশা ইউনিয়নে এবং ২৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে কুর্শা ও নিকলী ইউনিয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মাঠ দিবস এর আয়োজন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া মাঠ দিবসে সদস্যদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের খামার প্রদর্শন করানো হয়।

অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনঃ গত ২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিভিসি, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর/কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম সম্মিলিতভাবে অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করে। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসটি পালনে কর্মএলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ ও পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাঃ অধিক জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও দারিদ্রতা দেশের দুর্যোগ ঝুঁকিকে দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের জনজীবন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর পড়ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ত আমরা রোধ করতে পারবো না কিন্তু আমরা চাইলে এই দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারি। আর এর জন্য প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণ। এরই আলোকে প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির' সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার উদ্দেশ্য ছিলো, তৃণমূল পর্যায়ে (ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা এবং নিয়মিত সভা আয়োজনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা; 'ইউডিএমসি' ও 'ডব্লিউডিএমসি' সভায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পিভিসি ও অন্যান্য ফোরামের সদস্যদেরকে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করা; 'ইউডিএমসি' ও 'ডব্লিউডিএমসি' এর প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠনের সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্যবৃন্দকে অন্তর্ভুক্তি করা; 'ইউডিএমসি' ও 'ডব্লিউডিএমসি' এর পরিকল্পনায় অতিনাজুক জনগোষ্ঠীর বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এতে ওয়ার্ড কমিটি ও পিভিসির সদস্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্টি মেলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানঃ 'সঠিক পুষ্টিতে, সুস্থ জীবন' প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তুল ইউনিয়নে এবং মিঠামইন উপজেলার কেওয়ারজোড় ইউনিয়নে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কম্পোনেন্টের আওতায় গত ২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে 'দুরন্ত সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)' এবং ২৭ এপ্রিল 'বেগম রোকেয়া সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)' ক্লাবে পুষ্টি মেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান ২টিতে শিশুর সোনালী ১ হাজার দিন, প্রদর্শিত ফলমূল ও শাকসবজি এর পুষ্টির গুণাগুণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মেলায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা, কুইজ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের কর্মীরা পরিচালনা করেন।

ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় কারপাশা ইউনিয়নে গত ২২-২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে মৎস্যসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যদের অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ জাহিদুল ইসলাম। এছাড়া গত ২৩-২৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তুল ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক আরও একটি প্রশিক্ষণের অয়োজন করা হয়। অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যদের অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন। পাশাপাশি গত ২৪-২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যদের অংশগ্রহণে ছাগল, ভেড়া, খাসি মোটাতাজাকরণ ও পাঠা পালন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিঠামইন উপজেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ‘শত প্রতিবন্ধকতায় অদম্য আদিবাসিনী মাচান’ এর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

আদিবাসি মাচান রাখাইন (৩৮) কুয়াকাটা জেলার ফনজুপাড়া গ্রামের মেয়ে। লেখাপড়া করেছেন ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত। কুয়াকাটা জেলার আলীপুর গ্রামের আদিবাসি চানমে এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন স্বামী বিকাশ কোম্পানিতে চাকুরি করতেন। সে সময় ভালোই কাটছিল মাচান আদিবাসিনীর। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বিয়ের ৬ বছরের মাথায় ৫ বছরের কন্যা সন্তান এবং গর্ভে আরও একটি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার বেশ কিছু আগেই এক্সিডেন্টে মারা যায় স্বামী চানমে। পরে ৫ বছরের মেয়ে এবং গর্ভের সন্তানসহ বাবার বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করার কিছুদিন পর তার ২য় কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

মাচানের বাবা পেশায় কৃষক, কৃষিকাজ করেই পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করেন তিনি। বাবার একার আয়ে তাদের পরিবারের ৬ সদস্যের ভরণ পোষণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। তাই মাচান নিজে কিছু করে পরিবারের হাল ধরার কথা চিন্তা করেন। মেয়ে দুটি ছোট হওয়ার করণে সে এমন একটি কাজ খুজতে থাকে যে কাজটি সে বাড়ির কাছাকাছি থেকে করতে পারবে এবং একই সাথে মেয়েদের দেখাশুনা করতে পারবে। তাই সে আচার বিক্রি করাব পরিকল্পনা করে। চিন্তা করে আচার বিক্রি এমন একটি আয়বর্ধনমূলক পেশা যেখানে তার পুঁজি স্বল্প লাগবে এবং লাভ বেশি হবে।

নিজের কোন পুঁজি না থাকার কারণে চিন্তা করতে থাকেন কীভাবে পুঁজি সংগ্রহ করা যায়। একপর্যায়ে সে পদক্ষেপ এর কাশঁফুল মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়। পরে সে সমিতি থেকে প্রথমবার ৭০,০০/- (সত্তর হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি পাইকারী দামে আচার ক্রয় করে খুচরা দামে আচার বিক্রি করতে শুরু করেন। আচার বিক্রি থেকে মোটামুটি বেশ কিছু আয় আসতে থাকে তার। বাড়তি আরো আয় করতে আচার ব্যবসার পাশাপাশি হাতে তৈরি মালা, চুরি, ব্যাগ, চুলের খোপা ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করেন। এভাবে বাড়তি আয় আসার কারণে আগের থেকে সংসারের স্বচ্ছলতা বাড়তে থাকে তার।

এমতাবস্থায় কোভিড-১৯ এর কারণে থেমে যায় তার আচার ব্যবসাসহ অন্য সব ব্যবসা। প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিমাণের আচার বিক্রি করতে না পারার কারণে সব নষ্ট হয়ে যায়। মোটামুটি সব গুছিয়ে আবারও যেন শূন্যে নেমে যায় সে। এমতাবস্থায় আশীবাদ হয়ে আসে পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত রেইজ প্রকল্পটি। রেইজ প্রকল্প থেকে ২০২৩ সালের জুন মাসে তাকে স্বল্প সুদে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

ঋণ গ্রহণের পাশাপাশি ২০২৩ সালের জুন মাসে মাচান রেইজ প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল করার ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ‘ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা’ শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তিনি উদ্যোগ, উদ্যোগ উন্নয়ন ও উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়ে ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ, পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা, ঝুঁকি হ্রাসকরণ পদ্ধতি ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ, একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলী, ব্যবসা অব্যাহত রাখার কৌশলসমূহ ও পরিকল্পনা, ব্যবসায়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারেন।

প্রশিক্ষণের পূর্বে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তিনি জানতেন না কীভাবে পরিকল্পনা করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসায়ে সব ধরনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া যায়। ‘রেইজ’ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মাচান জানতে পারেন ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা করে কীভাবে ব্যবসায়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মাচান আশাবাদী হয়ে উঠেন। সেইসাথে প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পূর্বের তুলনায় ব্যবসা পরিচালনা করা তার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে উঠে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী হওয়ার মনোবল খুজে পান। এক বছর আগে মাচানের মাসিক আয় ছিল ৫০,০০০/- টাকা যার মধ্যে সব খরচ বাদ দিয়ে মাচান প্রতিমাসে ২০,০০০/- থেকে ২৫,০০০/- টাকা জমা করেন। তবে তার ব্যবসায় বিক্রি অনেকটাই পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। তাই মাঝে-মধ্যে তার আয় কম-বেশি হয়। তার ইচ্ছা আচারের ব্যবসা আরও বড় করার এবং পাশাপাশি কাপড়ের ব্যবসা করার। বর্তমানে মাচান তার দুই মেয়ে বাবা-মা সহ ভালো আছেন। তিনি ‘পদক্ষেপ’ এর ‘রেইজ’ প্রকল্পকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ‘পদক্ষেপ’ এমন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে বলেই তার মতো সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায় এবং স্বপ্ন দেখে।

সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে নতুন ২টি এরিয়া গঠন ও পুনঃবন্টন এবং ১৬টি ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন

এপ্রিল মাসে 'পদক্ষেপ' এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে আরও নতুন ২টি এরিয়া গঠন ও পুনঃবন্টন এবং ১৬টি ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে 'যশোর জেনের' ঝিনাইদহ এরিয়াকে পুনঃগঠন করে কালিগঞ্জ এরিয়া এবং 'রাজশাহী জোনের' পুঠিয়া এরিয়াকে পুনঃগঠন করে নাটোর এরিয়া নামে নতুন ২টি এরিয়া গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া ব্রাঞ্চগুলো হলো- 'বগুড়া জোনের' আওতায় ক্ষেতলাল ও কালাই ব্রাঞ্চ; 'ময়মনসিংহ জোনের' সালটিয়া, খাগডহর ও দাপুনিয়া বাজার ব্রাঞ্চ; 'রাজশাহী জোনের' সিংড়া ও গুরুদাসপুর ব্রাঞ্চ; 'কুষ্টিয়া জোনের' জীবননগর, কুমারখালী ও বামুন্দি ব্রাঞ্চ; 'যশোর জেনের' শেখপাড়া, বাঘারপাড়া ও বারবাজার ব্রাঞ্চ; 'বি-বাড়িয়া জোনের' জালালাবাদ, চান্দুরা ও চৌমুহনী ব্রাঞ্চ।

ব্রাঞ্চগুলোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজারবৃন্দ, জোনের সিনিয়র ব্যবস্থাপকবৃন্দ, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যাংক কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীবৃন্দ, পুলিশ প্রসাশন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৪৫ জন

এপ্রিল ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ২৪২ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে ক্লাসরুম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহিঃউৎস 'পিকেএসএফ' কর্তৃক 'The Art of Facilitation' বিষয়ে ১ জন সহকারী পরিচালক ও 'Procurement & Inventory Management' বিষয়ে ১ জন ম্যানেজার (অ্যাডমিন ও অ্যাকাউন্টস) এবং 'সিডিএফ' কর্তৃক `Financial systems, Tax, Vat & Internal Audit' বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে সর্বমোট ২৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

এপ্রিল ২০২৪ মাসে সিপিএফ হতে ৩১ জন কর্মীকে ২৬,৩৬,১৮০/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩১ জন কর্মীকে ৮২,০০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে ৬১ জনকে ২৩,৮৩,৯৫৯/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ০৮ জনকে ১,৩০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'পিআইডিএম' সেবা দিয়েছে ৯০২ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ'সহ ১৫টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৯০২ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ২টি সভা, ১টি পরীক্ষা ও ১২টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন হয়েছে ৩৩টি

এপ্রিল ২০২৪ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৩৩ জন গ্রাহককে ১৪.৩১ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৬০,৫১৪ জন গ্রাহককে ৫১৭.৮০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ৭৭ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

এপ্রিল ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ এর হাওড় প্রকল্পের সুনামগঞ্জে ফিল্ড অফিসার পদে ১ জন; 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পের জামালপুরে প্রোজেক্ট ম্যানেজার পদে ১ জন ও অফিস সহকারী পদে ১ জন; সমৃদ্ধি কর্মসূচির দাসেরবাজার ইউনিয়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে ১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির অফিস সহকারী পদে কুমিল্লা জোনের তিতাস ব্রাঞ্চে ১ জন, বরিশাল জোনের মুলাদী ব্রাঞ্চে ১ জন ও রাজশাহী জোনের পুঠিয়া ব্রাঞ্চে ১ জন এবং বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১/সিএম-২ ও এবিএম পদে ৭০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

এস টাওয়ার, বাড়ি নং-২৮/১, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ০১৭৫৫-৬৪৭৭৯১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৪৮১১৯৭৯৪
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org